দৈনিক খবর

142

তারিখ ... 23 JUL 1990
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবাবপত্র কত কেউ জানে না

॥ মাহফুজুর রহমান ॥

গৌরী সেনের সম্পদ। বিলি করা হয় দু'হাতে। কেউ হিসেব রাখে না। হিসেব নেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় স্টোরের। কেউ জানে না এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবাবপত্রের সংখ্যা কত?

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত সরকারী অডিটে এ চিত্র ধরা পড়েছে।

৭-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবাব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবনের কেন্দ্রীয় স্টোর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শাখা ও বিভাগে মনোহরী দ্রব্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। এ স্টোরে কি পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী রাখা হচ্ছে তার হিসেব কাগজে-পত্রে রয়েছে। কিন্তু প্রাপ্ত মনোহরী দ্রব্য কাকে, কি দেয়া হচ্ছে তার কোন হিসেব এখানে কাগজে-পত্রে রাখা হয় না। যে যা চায় তাকে তা দেয়া হয়। নির্দিষ্ট বইয়ে হিসেব লেখার বিধান থাকলেও কেন তা লেখা হচ্ছে না এ ব্যাপারে অডিট আপত্তি তুলেছে। আপত্তির জবাবে বলা হয়েছে ভবিষ্যতে বিধানমত হিসেব রাখা হবে।

নিয়ম অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ব্যবহৃত মনোহরী দ্রব্যের জমা-খরচের হিসেব থাকবার কথা। কিন্তু অডিটে ধরা পড়েছে অনেক বিভাগেই কোন হিসেব নেই। এ ব্যাপারে কোন রকম খাতাপত্র রাখা হয় না এমন বিভাগের মধ্যে ইংরেজী, গণিত, ফাইন্যান্স ও মার্কেটিং বিভাগ রয়েছে বলে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ইন্সটিটিউটে ছাত্র ভর্তির জন্য ফরম বিক্রি করা হলেও এ অর্থের কোন হিসেব নেই। ইন্সটিটিউটগুলো ফরমবাবদ ইচ্ছা মাফিক অর্থ নেয় এবং আয়ের পুরোটাই ব্যয় দেখায়। কত টাকা হিসেবে কতটি ফরম বিক্রি করা হলো তার কোন হিসেব রাখা হয় না। সম্প্রতি পরিচালিত অডিটে এ বিষয়টি ধরা পড়েছে যে, চারুকলা ইন্সটিটিউট, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট ও ব্যবসায় প্রশাসন ইন্সটিটিউটে ফরম বিক্রির ক্ষেত্রে এ অনিয়ম রয়েছে। অডিট থেকে আপত্তি জানালে এ সকল ইন্সটিটিউটের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে কোন অর্থ ফরম বাবদ নেয়া হয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি ভর্তি ফরম বিশ/ত্রিশ চল্লিশ টাকা মূল্যে বিক্রি করা হয় বলে এ সকল ইন্সটিটিউটের বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, অডিটে ধরা পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'টি গবেষণা প্রকল্প রয়েছে যার কোন বাজেট নেই, কাজ নেই, অথচ অফিসার-কর্মচারী আছে এ প্রকল্পের জন্য। 'কসমিক রেডিয়েশন গবেষণাগার' ও 'ন্যাশনাল টাইপ কালচার কালেকশন' নামের এ দু'টো প্রকল্পে গিয়ে এর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়েছে।

নিয়ম অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের আসবাবপত্রের সঠিক হিসেব রাখার কথা। কোন শাখা বা বিভাগে কত আসবাবপত্র রয়েছে তার সুস্পষ্ট তালিকা থাকতে হবে। কিন্তু সম্প্রতি পরিচালিত সরকারী অডিটে একমাত্র পরিসংখ্যান, গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট ছাড়া অন্য কোন বিভাগ, শাখা বা ইন্সটিটিউটে কোন আসবাবপত্রের তালিকা পাওয়া যায়নি।